যুগান্তর

13 FEB 2007

৩৪

ইবি ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি জালিয়াত চক্র শনাক্ত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ব্যাপক জালিয়াতি আর প্রক্সির মহোৎসবের মধ্য দিয়ে সোমবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সোমবার ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিনেও 'চ' ও 'ঙ' ইউনিটের পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে এসে ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ আরও ৪ জন গ্রেফতার হয়েছে। এ নিয়ে গত তিন দিনে মোট ২৮ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়েছে। এরা সবাই প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রক্সি সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংক্রান্ত সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্রের সদস্য। উদঘাটিত হয়েছে ভর্তি বাণিজ্যের রহস্য। বেরিয়ে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রনেতাসহ দু'শতাধিক ব্যক্তি জড়িত বলে আটককৃতরা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।

এ চক্রের মূল হোতা ইবির রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক ছাত্র সাইদুল ইসলাম নয়ন ও জাফর এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। রোববার রাতে নয়নকে গ্রেফতার করতে পুলিশ কুষ্টিয়ার লক্ষ্মীপুরে তার বাড়িসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়। তবে নয়নের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রক্সি ভর্তির টাকা লেনদেনের রেজিস্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিট ও বিভাগের নকল সিল-প্যাডসহ জালিয়াত চক্রের বেশকিছু সদস্যের মোবাইল ফোন নম্বর উদ্ধার করা হয়েছে। ওই রেজিস্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী কতিপয় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রনেতার নাম পাওয়া গেছে। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্সির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর নামও খাতায় রয়েছে। পুলিশ এগুলো খতিয়ে দেখছে। গ্রেফতারকৃত প্রক্সি পরীক্ষার্থীদের দেয়া তথ্যের সঙ্গে উদ্ধার করা খাতার তথ্যের মিল রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কারা জড়িত, তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাদের নাম জানায়নি। 'খ' ইউনিটে আটককৃত ভুয়া পরীক্ষার্থী আবুল কালাম আজাদের ছবিতে বাংলা বিভাগের এক কর্মকর্তার সত্যায়িত স্বাক্ষর রয়েছে। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। কয়েকজন প্রক্সি সিন্ডিকেট সদস্যের নাম-ঠিকানা প্রক্টরিয়াল বডিকে জানানো সত্ত্বেও তাদের আটক করার ব্যাপারে এখনও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ইবি শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ব্যাপক প্রক্সি দেয়ার ঘটনায় সোমবার জরুরি মিটিং করেছে। ওই মিটিংয়ে শিক্ষকরা ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দুর্নীতির বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। কর্তৃপক্ষ এই সংঘবদ্ধ চক্রটির কতিপয় সদস্যকে আটক করে। প্রতি বছর এই প্রক্সি সিন্ডিকেট শত শত ছাত্রছাত্রী অবৈধভাবে ভর্তি করিয়ে এলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অদক্ষ প্রশাসনের কারণে এর মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়নি। এ সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমলে না নেয়ায় এই প্রক্সি সিন্ডিকেট বিস্তার লাভ করেছে। আটককৃতদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করলে এ জালিয়াত চক্রের মূল হোতাদের শনাক্ত করা যাবে বলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন। ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি ও জালিয়াতির ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং এর সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখার দাবি জানানো হয়। ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সির ছড়াছড়ি, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও লাখ লাখ টাকার বাণিজ্যের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্রনেতাদের নাম চলে আসায় ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। ভিসির ওপর বিভিন্ন মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শাহ ইলিয়াস। সে মহসিন হলের ৩০৮ নং কক্ষের আবাসিক ছাত্র। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র আতোয়ার হোসেন। আটককৃত অন্যদের মধ্যে আনারুস সাহাদাত, শাহজালাল মণ্ডল, রেজাউল করিম, কাজী মাসুদ রানা, আতাউর রহমান অভি, সোহানুর রহমান, মোস্তফা আজিজ, কামরুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, রাশিদুর রহমান, শামিমা খাতুন ওরফে সখিনা খাতুন, সাফওয়ান আহমেদ, আবদুল হামিদ, রুহুল আমিন ও আল আমিনের নাম জানা গেছে।

ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল হোতারা গ্রেফতার আরও ৪